রাইপুরের জমিদার দুর্জন সিং-এর নেতৃত্বে জঙ্গলমহলের চুয়াড় বিদ্রোহ

জয়তী দে (দাশ)*

জেমস প্রাইসের 'Chuar rebellian' সূত্রে ঔপনিবেশিক ভারত ইতিহাসের পাতায় 'চুয়াড়' শব্দটি আজ সর্বজনবিদিত। যদিও চুয়াড় শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর - চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে —

"অতি নীচকূলে জন্ম জাতে গো চোয়াড়।
কেহ না পরশে জল, লোকে বলে রাঢ়।।

সুতরাং চুয়াড় হল - নিম্নবর্গের উপজাতি মানুষজন। এই অঞ্চলে যারা মাঝি, বাগদি, বাউরি, হাঁড়ি, ডোম, কুর্মী, লোধা, শবর নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসন পর্বে চুয়াড় শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'দুর্বৃত্ত ও নীচ' জাতি অর্থে। ব্রিটিশ প্রশাসকগণ জঙ্গলমহলের অধিবাসীদের অবজ্ঞাভারে/ঘৃণাভরে 'চুয়াড়' নামে অভিহিত করেন - আর সে কারণেই ১৭৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গলমহলের এই আদিম মানুষজনের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-চুয়াড় বিদ্রোহ নামে ইতিহাস খ্যাত হয়ে ওঠে।

১৭৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'জঙ্গলমহল' বলতে - বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলকেই বোঝাত। যার মধ্যে অবস্থিত - বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ ও পুরুলিয়া জেলার পূর্ব্বাংশ। এই অঞ্চলগুলি ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হওয়ার কারণেই - ইংরেজ শাসকগণের কাছে দুর্গম এই অঞ্চল জঙ্গলমহল নামে নামাঙ্কিত হয়ে ওঠে।

জঙ্গলমহলের মেদিনীপুর জেলার উত্তর পশ্চিম (বর্তমান বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ পশ্চিম) অংশে-ই অবস্থান রাইপুর পরগনার। প্রায় ত্রিশটি গ্রাম নিয়ে এই পরগনা গঠিত ছিল। এই পরগনার তৎকালীন জমিদার ছিলেন দুর্জন সিং। দুর্জন সিং ছিলেন জঙ্গলমহলের প্রথম জমিদার যিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে ইংরেজ শাসনের সর্বব্যাপী ক্ষুধা ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। জেমস প্রাইস তাঁর 'চুয়াড় রেবেলিয়ন'-এ উল্লেখ করেছেন— "The first intelligence of disturbances in the year came from Raipore"[১] দুর্জন সিং রাইপুর পরগনার মাঝি, বাগদী, বাউরি, হাঁড়ি, ডোম, কুর্মী, লোধা, শবর (চুয়াড় সম্প্রদায়) সর্বোপরি

Scanned by CamScanner

পাইক ও ঘাটোয়াল সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর দাবানলের শিখা প্রজ্জলিত করেন। যা অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র জঙ্গলমহল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ কিছুদিনের জন্য ব্রিটিশ শাসন জঙ্গলমহলে স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

স্বাভাবিক কারণেই ১৭৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে চুয়াড় সম্প্রদায়ের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কারণ ও রাইপুরের জমিদার দুর্জন সিং এর নেতৃত্ব প্রদান সংক্রান্ত দুটি প্রশ্নের আলোচনাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চুয়াড়দের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জে. সি. প্রাইস তাঁর 'চুয়াড় রেবেলিয়ন' গ্রন্থে বলেছেন - "এটা বলা চলে না যে এই বিদ্রোহ আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বরং বহু পূর্ব থেকেই তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এরকমের একটা বিদ্রোহ যে কোনো মুহূর্তে আরম্ভ হবে - তা ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে বহু আগেই কর্তৃপক্ষের উপলব্ধি করা উচিত ছিল"।[২]

প্রাইসের উপরিউক্ত বক্তব্য সূত্রে একথা স্পষ্ট জঙ্গলমহলের অধিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘদিনের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অসম্ভব ক্ষমতা লিপ্সা, অতুলনীয় অর্থলালসা, ন্যায় নীতি বর্জিত অপকৌশল ও রাজস্ব সংগ্রহের নিত্য নতুন পদ্ধতি ও নিষ্ঠুরতা এই অঞ্চলের চুয়াড় সম্প্রদায় সহ সর্বস্তরের মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

চুয়াড় সম্প্রদায়ের মানুষের অরণ্য সম্পদ ও চাষবাসই ছিল প্রধান জীবিকা। কিন্তু ইংরেজরা এই অঞ্চলের জমিদারি লাভ করার পর তাদের স্বাধীন জীবিকার উপর আক্রমণ চালায়। উচ্চ মূল্যে জমি নীলাম দেওয়ার নতুন ইজারাদাররা উচ্চ রাজস্ব আদায় করতে থাকে— ফলে স্বাধীনচেতা চুয়াড়রা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

চুয়াড় বিদ্রোহে পাইক ও ঘাটোয়ালদের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাইক ও ঘাটোয়ালরা জমিদারদের অধীনে নিষ্কর জমি ভোগ করত। এই নিষ্কর জমির বিনিময়ে তাদের পুলিশি দায়িত্ব পালন করতে হত। ঘাটোয়ালরা - ঘাট বা পথ বা প্রান্তসীমা দিয়ে অবাঞ্ছিত ব্যবসায়ী, পর্যটক ও অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি নজর রাখত এবং রাজাকে সংবাদ দিত।

আর প্রতিরক্ষামূলক সতর্কতার দায়িত্ব ছিল পাইকদের ওপর। উভয় শ্রেণিই পাইকান জমি পেত।

কিন্তু ইংরেজ সরকার দারোগা ও পুলিশ নিয়োগ করলে এবং পাইকান জমির উপর কর আরোপ করলে তারা ক্ষুব্ধ হয় এবং বিদ্রোহী চুয়াড়দের সঙ্গে যক্তি হয়।

জে. সি. প্রাইস তাঁর 'চুয়াড় রেবেলিয়ন' গ্রন্থে পাইকদের অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন।

".... পাইকান জমি দখল করে নেওয়ার জন্য কয়েক বছর আগেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি/সরকার যে আদেশ জারি করেছিল এবং যা পরে আংশিকভাবে কার্যকর

Scanned by CamScanner

করা হয়েছিল - আর এর ফলে জমিদার ও পাইকদের মধ্যে যে ভীষণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল - তাই বিক্ষুব্ধ পাইকদের একটা অংশকে পূর্বেকার বিদ্রোহী আদিবাসীদের (চুয়ারদের) সঙ্গে একজোটে বৃহত্তর বিদ্রোহে যোগদান করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল - পাইকগণ এছাড়া আর কোনো উপায়ও খুঁজে পায় নি..."[৩]

ও ম্যালিও প্রাইসের সঙ্গে সহমত পোষণ করে লিখেছেন "পূর্বে এক প্রকার বিশেষ পুলিশের কাজ করার বিনিময়ে পাইকরা বিনা খাজনায় যে সমস্ত জমি ভোগ করে আসছিল তা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলেই এই বিদ্রোহ দেখা দেয়..."[৪]

বস্তুত বাংলার আর্থ-সামাজিক মানচিত্রে কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে চুয়াড়, পাইক, ঘাটোয়াল সহ জঙ্গলমহলের মানুষ গর্জে ওঠেন - পরিণামে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভয়ঙ্কর 'চুয়াড়' বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়। ১৭৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্রোহকে চুয়াড়দের উপদ্রব বলে হেয় করার চেষ্টা করা হলেও - এই বিদ্রোহ ছিল এই অঞ্চলের কৃষকদের দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন - ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

চুয়াড় বিদ্রোহে রাইপুরের জমিদার দুর্জন সিং-এর নেতৃত্ব প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে রজনীপাম দত্তের ইন্ডিয়া টু ডে থেকে উদ্ধৃত বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"....নীলাম ও খাসকরণ প্রথার ফলে বাংলার বহু বিখ্যাত জমিদার মাত্রই কয়েক বছরের মধ্যে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছেন। বাংলার ভূমি প্রথার আমূল পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোনো দেশেই এক নামমাত্র আভ্যন্তরীণ আইনের বলে এত বড় অঘটন ঘটেছে কিনা সন্দেহ..."[৫]

নীলামের কবলে পড়ে রাইপুর পরগনার জমিদার দুর্জন সিং এর অবস্থাও উল্লিখিত জমিদারদের মত হয়েছিল।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নীরকাশিম বাংলার মসনদে বসার বিনিময়ে উপঢৌকন সহ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেন। ফলশ্রুতিতে জঙ্গলমহলে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে সুবা বাংলার দেওয়ানি লাভ করে। এর ফলে কোম্পানি বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রাহাম মেদিনীপুরের শাসক হয়ে এসে রাজস্ব এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে জঙ্গলমহলে যে কোনো উপায়ে আধিপত্য কায়েমের নির্দেশ দেন।

ইতিমধ্যে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে রাজস্বের উচ্চ হার ও সেই সঙ্গে সূর্যাস্ত আইন প্রযুক্ত হয়। আর এই সূর্যাস্ত আইনের কবলে পড়েন রাইপুরের জমিদার দুর্জন সিং। নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদান করতে অপারগ হওয়ায় তার জমিদারি নীলাম হয়ে যায়। নীলামে রাইপুরের জমিদারি ক্রয় করেন শিউলাল

Scanned by CamScanner

নামে এক ব্যক্তি। বাঁকুড়া গেজেটিয়ারে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় দুর্জন সিং এই নীলামের বিরুদ্ধে বর্ধমান আদালতে মামলা দায়ের করেন।[৬] শুধু মামলা দায়ের করেই ক্ষান্ত থাকেননি— সেই সঙ্গে এলাকার চুয়াড় পাইক ও ঘাটোয়ালদের সংগঠিত করে শিউলালের লোকজনদের খাজনা আদায়ে বাধার সৃষ্টি করেন— এদের আক্রমণ করেন— হত্যা করেন। এর ফলে শিউলাল খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হয়।

বর্ধমান আদালতের রায়ে নীলাম বাতিল হলে কোম্পানি উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করে। ইতিমধ্যে হীরালাল নামে এক ব্যক্তি উক্ত রাইপুর পরগনার জমিদারি ক্রয় করেন। রাইপুর পরগনা থেকে হীরালালকেও রাজস্ব আদায়ে বাধা দেওয়া হয়।

দুর্জন সিং তাঁর দুর্ধর্ষ প্রজাদের সাহায্যে যে বিরাট বিদ্রোহী বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তার বিবরণ বিশেষভাবে এই অঞ্চলের ইতিহাসখ্যাত বেঙ্গল রেগুলেশনস্ প্রয়োগকালে তাঁর জমিদারি কেড়ে নেওয়ার ফলে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে তার অধীনস্ত বিদ্রোহী চুয়াড়গণ পাইক ও ঘাটোয়ালদের একত্রিত করে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ বিদ্ধস্ত করে, রাইপুরে সমবেত হয়ে বাজার ও কাছাড়ী বাড়ি পুড়িয়ে ছাড়খার করে। তারা রাইপুর পরগনার ত্রিশটি গ্রামেই আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তৎকালীন সেটেলমেন্ট অফিসার জে. সি. প্রাইসের 'চুয়াড় রেবেল্লিয়ন'-এ বিদ্রোহীদের বীভৎস রূপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"In the month of Baisakh 1205, Durgan Singh, the Late Zaminder of Raipore, together with a following of 1500 Chuars attacked some 30 villages; and wounded and killed the ryots and plundered them of their effects and burnt their houses. They also surrounded the houses of the Zamindar's amlah, and the Darogah ran away, and a subadar with a company of sepoys was sent to the pergunnah, and the amlahs who were surrounded were released and the Chuars fled."[৭]

এইভাবে দুর্জন সিং এর নেতৃত্ব চোয়াড়দের আক্রমণের ফলে সমগ্র রাইপুর পরগনা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

"By committing such encesses Durjan Singh, the ex-zamindar of Raipur, effectively prevented the auction purchaser from gaining possession of the estate....."[৮]

দুর্জন সিং সম্বন্ধে মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের একটা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় - "বুদ্ধ মাঝি ব্যক্তি করল যে, ১০ থেকে ১২ দিন আগে মারিয়ান সিং ও নবাব সর্দার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ উৎচুক দেশপান্ডে, জগা কাপালী এবং দুজন মহিলাকে হত্যা করে, প্রায় ২০০ চোয়াড় সঙ্গে নিয়ে ওই দুই সর্দার প্রায় সাতদিন আগে তেলকা বাউরী ও একজন মহিলাকে ভয়ানক ভাবে জখম করে। এই সংবাদদের ভিত্তিতে আমি অবিলম্বে থানার কমান্ডিং অফিসারকে সিপাই পাঠিয়ে দুর্জন সিং এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের গ্রেপ্তারের জন্য বলি"।[৯]

Scanned by CamScanner

দুর্জন সিংকে সরকারি পুলিশ শেষ পর্যন্ত বন্দি করলেও উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ জোগার করতে ব্যর্থ হয়। দুর্জন সিং এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার মত কোনো ব্যক্তিকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে শেষ পর্যন্ত প্রমাণাভাবে তিনি মুক্ত হন এবং তাঁর ঝটিকা বাহিনী নিয়ে শুধু রাইপুর পরগনায় নয় সমগ্র জঙ্গলমহল জুড়ে বৃহত্তর বিদ্রোহে সামিল হন। এই সময় দুর্জন সিং রাইপুর পার্শ্ববর্তী ফুলকুশমার জমিদার সুন্দরনারায়ণ, বগড়ীর জমিদার ছত্র সংকেও তাঁর বিদ্রোহে শামিল করেন— গড়ে তোলেন এক ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ বাহিনী। রাইপুর ফুলকুশমার জমিদারির সীমান্তে কচুই পালের মাঠে এক টিলার ওপর সমবেত হয়ে এলাকা থেকে ইংরেজ কোম্পানিকে হঠানের শপথ গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা এতটাই ভয়ংকর হয়ে ওঠে যে রাইপুর পরগনার নতুন জমিদার হীরালাল অতি উচ্চ মূল্যে পরগনার জমিদারি ক্রয় করেও বিদ্রোহীদের ভয়ে জমিদারি দখল নিতে না পেরে জেলার কালেক্টরদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদনপত্র পেশ করেন। জেমস প্রাইস তাঁর উক্ত আবেদন পত্রটি উল্লেখ করেছেন চুয়াড় রেবেলিয়ন প্রবন্ধে—

"১২০৫ সনের শ্রাবণ মাসে দুজন রায়ত রক্ষীদের ঘরের নিকটবর্তী একখণ্ড জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছিল। চুয়াড়রা সকাল সাড়ে আটটায় তাদের আক্রমণ করে দুজনকেই হত্যা করে। তাদের সঙ্গে হাবিলদার সেপাইদের সংঘর্ষ দুপুর পর্যন্ত চলে। দুজন সিপাই ও জমিদারের ৬/৭ জন লোক এতে আহত হয়। তারপর একদল সোপাইকে একজন জমিদারের নেতৃত্বে পাঠান হয়। এ মাসের ১৬ তারিখে চুয়াড়দের সঙ্গে তাদের আরও একবার সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে জমাদার ও ৪ জন সেপাই নিহত হয়। এছাড়াও দারোগার তিন বরকন্দাজ ও জমিদারের ৬ জন লোক ও অন্যান্য লোকেরা আহত হয়। ক্যাপ্তেন হেনরীকে এক কোম্পানি সৈন্যসহ সেখানে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে মেদিনীপুরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সুবেদার আহ্লাদ সিং সেখানে প্রায় ছয়মাস থাকেন। কিন্তু কোনো চুয়াড়কে তারা ধরতে পারেননি। রায়তরা সবাই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। জমিদারকে দখল দিতে অসমর্থ হয়ে সুবেদার মেদিনীপুর ফিরে আসেন। জমি সব অনাবাদী পড়ে থাকে। পরে জমিদারের নায়েব কিনু বক্সী চুয়াড়দের ভয়ে রাইপুরে থাকতে না পেরে সেখান থেকে বলরামপুর পালিয়ে যেতে থাকেন। যখন তাঁরা দলবলসহ লালগড়ের কাছাকাছি আসেন তখন তাঁরা দুর্জন সিং-এর ভাইপোর নেতৃত্বে চুয়াড়দের দ্বারা আক্রান্ত হন। তিনিও একজন বরকন্দাজ নিহত হন। এছাড়া অনেক লোক আহত হয় - সমস্ত মৌজার রাজস্ব আদায়ের কাগজপত্র লুঠ করা হয়। ফলে জমিদারের রাজস্ব বকেয়া পড়তে বাধ্য হয় এবং তার জমিদারির একাংশ বিক্রি করে দেবার আদেশ হয়। এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে এরূপ অবস্থায় কালেকটার নীলাম বন্ধ রাখেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে রাজস্ব পর্ষদের (বোর্ড অব রেভিনিউ) আদেশ চেয়ে পাঠান।"[১০]

Scanned by CamScanner

বিদ্রোহীদের হাতে কেবল রাইপুরের জমিদারের নায়েব, কিনু বকসিই নয় বহু জমিদার নিহত হয়। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দুর্জন সিং, ফতে সিং সহ চুয়াড়দের দমন করার জন্য ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসের পর থেকে একাধিকবার সৈন্যদল রাইপুর পরগনায় প্রেণ করেন, কিন্তু চুয়াড়দের দমন করা তো দুরে থাক - ক্রমশবিদ্রোহের আগুন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। রাইপুরের পার্শ্ববর্তী —শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুশমা, সুপুর, অম্বিকানগর, কুইলাপাল, রামগড়, লালগড়, জামবনী, শিলদা, বগড়ী, ধাদিকা, সর্বোপরি কর্ণগড়ের রানি শিরোমণিও বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[১১]

কর্ণগড়ের রানি শিরোমণির অংশগ্রহণের ফলে বিদ্রোহের ব্যাপকতা তীব্র আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখে ইংরেজ সৈন্য কার্যত অসহায় হয়ে পড়ে। Letter from the collector of Midnapore, to the Board of Revenue 29th March 1799 থেকে জানা যায় - ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস নাগাদ ব্যাপকতা এতটাই বৃদ্ধি পায়—

"এই সময় প্রজাগণও বিদ্রোহে যোগদান করে এবং চোয়াড় ও প্রজাগণ মিলে মেদিনীপুর পরগনা লুণ্ঠন ও ধ্বংস করতে আর কিছুই বাকি রাখেনি। সমগ্র মেদিনীপুর পরগনাটি জনমানবহীন ও ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।[১২]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য লে: হিলের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী ফতে সিং-কে খুঁজে বের করার এবং আটক ব্যক্তিদের উদ্ধার করার চেষ্টা চালায়। রাইপুর থেকে ধাদিকা পর্যন্ত বিশাল বাহিনী তাদের অনুসরণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরকাইভস রেকর্ডস থেকে জানা গেছে - "আমাদের কাছে সংবাদ আছে যে বরাভূমের পাহাড়গুলির সুরক্ষিত, ধাদিকার গমন গুর্জনের নিকট আশ্রয় নিয়েছে যে একজন ধুরন্ধর চোয়াড় প্রধান (যার গ্রেপ্তারের জন্য সরকার থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে) লে:হিল ফতে সিংকে সেখানে পাকড়াও করার জন্য আর একবার প্রচেষ্টা নেয় কিন্তু ফল হয়নি। দেখতে পান যে তিনি নিজেই চোয়াড়দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গেছেন।'[১৩]

চুয়াড় বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, চুয়াড়দের সঙ্গে জমিদার, পাইক, ঘাটোয়াল ছাড়া বহু সাধারণ চাষিও অংশগ্রহণ করে। বিদ্রোহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল চুয়াড় সর্দার ও জমিদারদের প্রতি বিদ্রোহীদের আনুগত্য।

১৭৯৯ এর অক্টোবর মাসেও চুয়াড় সর্দার লাল সিং বরাভূমের সাত ক্রোশের মধ্যে ৪০০০ চুয়াড় জমায়েত করে। দুর্জন সিং, মোহন সিংও তার সঙ্গে যোগদান করে। বিদ্রোহীর মেদিনীপুর শহর আক্রমণেরও পরিকল্পনা করে। ইংরেজ সরকার দুর্জন সিং সহ চোয়ার সর্দারদের গ্রেপ্তার ও দমন করার জন্য একাধিকবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু সমস্ত উদ্যোগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিদ্রোহের লেলিহান শিখা ব্যাপকাকার

Scanned by CamScanner

ধারণ করলে ইংরেজরা উপলব্ধি করে— দমন নীতি দিয়ে সৈন্যদল পাঠিয়ে চুয়াড়দের নিরস্ত করা যাবে না, সেইজন্য তারা জঙ্গলমহলের জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

চুয়াড় ও পাইকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তারা পাইকদের - পাইকান জমি গ্রহণ স্থগিত রাখে। রাজস্ব বাকি পড়ার জন্য জঙ্গলমহলের জমিদারি বিক্রয় স্থগিত রাখে। সর্বোপরি জমিদারগণকে জঙ্গলমহলের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ড. এস. বি. চৌধুরী বলেছেন "Zaminder of the Jungle Mahals were awmed with police powers, and the inelastic portions of regulations were not enforced against the defaulting estates"[১৪]

অনুচরদের উপর চুয়াড় সর্দারদের প্রভাব অসাধারণ তাই সরকার চুয়ার সর্দার ও পাইকদিগকে পুলিশের কাজে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জঙ্গলে একটি পৃথক পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন করে।

চুয়াড় সর্দার দুর্জন সিং-এর জমিদারি রাইপুর পরগনাও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সর্বোপরি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি - বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া শহরকে কেন্দ্র দুর্গম বন অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি বিশেষ জেলা গঠন করে - 'জঙ্গলমহল' নামে। এই জঙ্গলমহল জেলাই বর্তমান বাঁকুড়া জেলা।

এইভাবে ইংরেজ সরকার বলপূর্বক নয় - বিভেদ নীতি ও কৌশল নিয়ে চুয়াড় বিদ্রোহকে দমন করেন।

Scanned by CamScanner